ÈkÚ¿ ûÏ ’xA‰X □ ‡¶ÀÙ©

দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী

সরকার-মাওবাদী চাপান উতোর লালগড়ের মানুষের আন্দোলনের আসল বিষয়বস্তুকে আবছা করে দিচ্ছে। সেই মর্মবস্তুকে পরিষ্কার করে দেখাটা খুবই দরকার। সরকার বিশেষ করে এই চাপান-উতোর আঁকড়ে ‘আয়লা ’ তার যে শোচনীয় তাৎক্ষণিক ব্যর্থতা ও সঞ্চিত চুরি প্রকাশ করে দিয়েছে তা থেকে বাঁচতে চাইছে।

এই ক’দিন যাঁরা টিভি খুলেছেন তাঁরা যে দৃশ্য দেখেছেন তা আমাদের যৌবনে ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য ঢোকার ছবি মনে করিয়ে দেয়। বিদেশি সৈন্য বিজয় দর্পে লালগড় থানার দখল নিল, রাইটার্স থেকে নয়া দিল্লি অপদার্থ কিছু চোর যারা ৩২ বহর ধরে সুন্দরবনে বাঁধ না সারিয়ে বাঁধের বরাদ্দ টাকা খেয়েছে এবং আজ বাঁধভাঙি নোনা জলে আবদ্ধ মানুষদের ত্রাণ দিতে অক্ষম, তাদের মধ্যে উৎসব লেগে গেল। ষাটের দশকের দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন নগরের চোরদের কথা মনে পড়ে।
আর কাদের মধ্যে ‘শান্তি ফেরাতে’ এই অভিযান? তীর ধনুক কাঁধে শীর্ণ, অর্ধনগ্ন, নিরন্ন, কুটিরবাসী কিছু মেয়েপুরুষ। রাহুল গান্ধির ‘আম আদমি কা সিপাহী’রা এখান ফিরে গিয়ে তাঁকে কী প্রতিবেদন পেশ করেছে? বলেছে কি এঁরা নিরন্ন, কুটিরবাসী, কর্মহীন? রাহুল কি ভেবেছেন তাঁর পিতা ও পিতামহীর নামাঙ্কিত ও মাতার আশিবার্দধন্য নানা ‘রোজগার’, ‘আবাসন’, ‘১০০ দিনের কাজ’ প্রকল্পের টাকা দিল্লি থেকে কার হাতে আসছে তাহলে? উত্তর সহজঃ অনুজ পাণ্ডে আর তার ভাইদের হাতে। এরা লালগড়ের সিপিআই(এম) নেতা। অনুজ’রাজার প্রাসাদের দাম ৩৪ লাখ টাকা। এক দিনে হয় নি।

মাওবাদী নেতাদের দুর্মতি তাঁরা সংবাদ মাধ্যমের ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাঁদের ভাষ্য, সরকারী ভাষণ, মাধ্যমের টিপ্পনি যাই হোক না কেন, ঘটনাবলি তো আমরা সকলেই দেখেছি। জঙ্গল মহলে মাওবাদী আক্রমণ ঘটলেই পুলিস সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাত। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে বিস্ফোরণের পর এই অত্যাচার চরমে পৌঁহায়, ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েদের মারধর চলে নৃশংস ভাবে। বৃটিশরা একটা এলাকায় অপরাধীদের ধরতে না পারলে গ্রামে গ্রামে পুলিশ চৌকি বসানোর জন্য কর আদায় করত। তার নাম ছিল ‘পিটুনি কর’। সাধে বিদেশি অভিযান বলছি। বৃটিশের সেই ‘পিটুনি করের’ যুক্তি অনুসারে পুলিস গ্রামে গ্রামে করের বদলে সোজা পিটুনি ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে মানুষকে উত্যক্ত করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে লালগড়ের মানুষের অভ্যুত্থান এবং ‘পুলিসি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি’ তৈরি। দাবি -- পুলিস রাতে গ্রামে ঢুকবে না, গ্রামের নির্ধারিত প্রধানের অনুমতি নিয়ে গ্রামে ঢুকবে, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, পুলিস কর্তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। শেষ দাবিটিতে আমলা থেকে পুলিস কর্তা সবাই ক্ষেপে উঠেছেন। ‘নন্দন’ চত্বরে বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে পুলিসের দুব্যবহারের জন্য পুলিস কমিশনার ক্ষমা চাইতে পারেন, কিন্তু কিছু জংলি ছোটলোকের ঘরের মেয়েদের লাথি মারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা? ছোঃ।

সিপিআই(এম) দলের তপন-শুকুর মার্কা ‘ঘোষকার বাহিনী’ তো ছিলই। স্থানীয় ভাবে তারা তৈরি করল ‘গণ প্রতিরোধ কমিটি’। সিপিআই(এম) ও মাওবাদীদের মধ্যে খুন ও পাল্টা খুনের লড়াই শুরু হল। ব্যক্তি খুনের রাজনীতিতে কোনও দলই দেখা গেল পিছিয়ে নেই। ব্যক্তিখুনের রাজনীতি লালগড়ের মানুষের ন্যায় সঙ্গত লড়াইয়ের স্বচ্ছতা নষ্ট করেছে। যাই হোক, এই সব অবাঞ্ছিত কাজকর্মকে ছাপিয়ে চলছিল গ্রামের পর গ্রামে জাগরণ। অবশেষে খোদ লালগড় কেন্দ্রে জনতা অনুজ পাণ্ডের প্রাসাদ কুড়াল মেরে ভেঙে

দেয়। সে দৃশ্য পর্দায় অনেকেই দেখেছেন। চোরাগোপ্তা কিছু নয়, প্রখর দিবালোকে অসংখ্য মানুষের জমে থাকা রাগের মূর্ত প্রকাশ। অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার এত বড় প্রতীক ধ্বসে গেল, কেঁপে উঠল রাইটার্স থেকে দিল্লি। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভিযানের সবুজ সংকেত চলে এল।

কোনও ভুল করবেন না। এই অভিযান অনুজ পাণ্ডেদের ফিরিয়ে আনার অভিযান। সরকার ভাবছেন তাঁরা সব ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন। তাঁদের হিসাব অনুসারে তার পর এলাকার ভার থাকবে কার উপর? অনুজ পাণ্ডে ছাড়া আর কে? হায় পশ্চিম বাংলার বিরোধী পক্ষ। পাছে কেউ বলে 'তোঁদের গাঁয়ে কেন মাওবাঁদী গঁন্ধ?' তাই মানুষের লড়াইকে সমর্থন না করে তাঁরা সেই সেনা অভিযানকে সমর্থন করলেন যা ফিরিয়ে আনবে সিপিআই(এম)'য়ের অত্যাচারী সর্দারদের।

কিন্তু মানুষকে ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করা যায় না। নন্দীগ্রামও অধিকৃত হয়েছিল কিন্তু দখল হয় নি। লালগড় অধিকৃত হয়েছে কিন্তু দখল হবে নি। নন্দীগ্রাম অধিকারের আমরা প্রতিবাদ করেছি। লালগড় অধিকার কি আমরা চুপ করে মেনে নেব?